ফেসবুক স্ট্যাটাসে বহিষ্কার আ’লীগ নেতা যা বললেন

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চুক্তিগুলো নিয়ে ফেসবুকে লেখা পোস্ট করায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে ডা. শেখ বাহারুল আলমকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
এর আগে বুধবার রাতে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের এক জরুরি সভায় ডা. শেখ বাহারুল আলমকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে তাকে স্থায়ীভাবে বহিস্কার কেন করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসার প্রতিফলন বলে দাবি করেছেন প্রবীন এ আওয়ামী লীগ নেতা।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি বলেন, ‘শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনতে হলে অবশ্যই অভিযুক্ত সদস্য বা নেতাকে নোটিশ দিতে হয়। কী বক্তব্যে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে, তা তাকে জানাতে হয়। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়। প্রয়োজন হলে তার বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হয়। এর কোনোটাই জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি করেননি। নির্ধারিত কোনো সভাও ছিল না।
তিনি বলেন, ওইদিন যে সভায় সিদ্ধান্ত হয়, সে সভা পূর্বনির্ধারিত কোন সভাও ছিল না। সভায় আমার বিষয়টি নিয়ে কোনো এজেন্ডাও ছিল না। অন্য একটি বিষয়ে সভা চলছিল। সেখানে থেকে নেতাকর্মীদের ডেকে এনে অগঠনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পুরোটাই সভাপতির একতরফা কাজ। অভিযোগ আনতে হলে সভাপতির বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনতে হয়। কারণ উনি দলের গঠনতন্ত্র নিয়মনীতি কিছুই মানেন না’।
তার স্ট্যাটাসটি হুবহু যুগান্তরের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো- ‘ভারত – বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বলা হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত – বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও অধিকার চরম উপেক্ষিত দুর্বল অবস্থানে থেকে বন্ধু-প্রতিম শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈঠকে -ফলাফল শক্তিধরের পক্ষেই আসে। বাংলাদেশ- ভারত উভয়-পক্ষীয় সমঝোতা স্মারক নাম দেওয়া হলেও বাস্তবে একপক্ষীয় সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয় দুর্বল রাষ্ট্রকে।
ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সকল স্বার্থই আদায় করে নিয়েছে। বিপরীতে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে এখনও ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি।

১) দীর্ঘদিনের আলোচিত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন এবারের দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় স্থান পায়নি ।
২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু না বললেও তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ্ হুংকার দিয়েছে নাগরিক পঞ্জীতে বাদ পড়া জনগণকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হবে। তারপরেও এবারের সমঝোতা চুক্তিতে ‘অভ্যন্তরীণ’ অজুহাতে বিষয়টি স্থান পায়নি।
৩) বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থী মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবসনের বিষয়ে ভারত কিছু বলে নি ।
৪) তিস্তা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে চুপ থাকলেও বাংলাদেশ অংশের ফেনী নদীর পানি ত্রিপুরা রাজ্যের পানীয় জল হিসাবে প্রতিদিন ১.৮২ কিউসেক টেনে নেবে ভারত । এ বিষয়ে বাংলাদেশ সম্মত হয়েছে।
৫) বাংলাদেশের জনগণের তরল গ্যাসের চাহিদা পূরণের ঘাটতি থাকলেও ভারতে তরল গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং যৌথভাবে সে প্রকল্প উদ্বোধনও হয়েছে।
৬) চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত কীভাবে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারিত হলেও বাংলাদেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য ভারতের কোনও বন্দর সেই তালিকায় ছিল না।
অমানবিক আচরণের শিকার হয়েও বাংলাদেশ পানি ও গ্যাস সরবরাহ দিয়ে মানবিকতার প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ ও অধিকার উপেক্ষিত রেখে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হয়েছে।
শক্তিধর প্রতিবেশীর আধিপত্যের চাপ এতোই তীব্র যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে কিনা আশংকা হয়। কারণ ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সব সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে মেনে নিতে হচ্ছে।’
- নিজস্ব প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে অনেক আগেই দেশ মালয়েশিয়া-

সিঙ্গাপুরের মত হতো — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন বলেন, বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে অনেক আগেই আমদের দেশ মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের মত উন্নত দেশে পরিণত হতো। বাংলাদেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে অসাধু ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্ধেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছিল।

শুক্রবার বিকালে গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশ রতœ শেখ হাসিনা টানা তৃতীয়বারের মত ক্ষমতায় আছেন। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে যে পরিমান উন্নয়ন হয়েছে তা বিশ্ববাসীর কাছে সপ্নের মত। কিভাবে এতা অল্প সময়েল মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় লাগামহীন ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে, এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে বিশ্ব নেতারা এখন বাংলাদেশ সফর করে যাচ্ছে। ইতি মধ্যে বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশে ব্যবসা করার আগ্রহ প্রকাশ করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যখন বিএনপি জামায়াতরা ক্ষমতায় ছিল তখন দেশ দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। দেশের সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে। দেশের জনগন সার তেলের জন্য হাহাকার করেছে। দেশে চোর ডাকাত সন্ত্রাসের কারনে রাস্তায় বের হওয়া মুশকিল ছিল। কিন্তু এখন দেশের মানুষ শান্তিতে আছে। চোর ডাকাত বলে কিছু নেই। সেই সাথে মেহেরপুরের মানুষ এখন ২৪ ঘন্টা নির্ভয়ে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছে। এখন আর রাত জেগে গ্রাম পাহারা করতে হয় না। গরু- ছাগল মাঠের ফসল সব কিছু পড়ে থাকলেও হাত দেওয়ার মত আর লোক নেই। আপনারা জানেন মেহেরপুরে যে উন্নয়ন হয়েছে সেই সাথে যে পরিমান বরাদ্দ আমরা পেয়েছি তা দিয়ে মেহেরপুরকে মডেল জেলা হিসেবে রুপান্তর করা হবে।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ জামানের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. ওয়াসিম আলী, সানোয়ার হোসেন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি ফুল চাদ মোল্লা, ২নং ইউপি সদস্য শরিফুদ্দিন।

জনসভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাম বাবলু বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল আনাম বকুল, জেলা আওয়ামী লীগের ও জেলা পরিষদের সদস্য শামীম আরা হীরা, জেলা যুবলী গের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল প্রমুখ ।

অনুষ্ঠঅন সঞ্চালনা করেন জেলা আওয়ামীলীগের উপ প্রচার সম্পাদক শ্বাশত নিপ্পন।